যুগান্তর

তারিখ ... 2013
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

ঢাবিতে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগে যোগ্য প্রার্থীদের বাদ দিয়ে দলীয়ভাবে শিক্ষক নিয়োগ চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ওই প্রার্থীর নাম সাবরিনা আহমেদ প্রতিভা। গত মাসের প্রথম দিকে বিভাগের উন্নয়ন ও সমন্বয় (সিএন্ডডি) কমিটির সভায় তার প্রার্থিতা বাতিল করা হলেও নতুন করে তাকে নিয়োগের জন্য জোর প্রচেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। রোববার এ ব্যাপারে বিভাগের সিএন্ডডি কমিটির একটি সভা ডাকা হয়েছিল। তাতে নিয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি নাসরীন আহমেদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হওয়ার কথা বলা হয়েছে বলে জানা গেছে। অভিযোগ রয়েছে, যোগ্য প্রার্থী থাকার পরও প্রতিভাকে নিয়োগের জন্য সিএনডি মিটিংটি ডাকা হয়েছিল। জানা যায়, ৫ জুন দুটি জাতীয় দৈনিকে বিভাগের ছুটিজনিত শূন্য পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে একজন প্রভাষক নিয়োগের আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়। আবেদনপত্র জমাদানের সর্বশেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয় ২৩ জুন। বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় পর্যায়ে প্রথম শ্রেণী অথবা সিজিপিএ ৩.৫০ এবং এসএসসি ও এইচএসসি প্রতিটিতেই কমপক্ষে জিপিএ ৪.২৫। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী একটি আসনের বিপরীতে মোট ১৩ জন প্রার্থী আবেদন করেন। সূত্র জানায়, সব বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে ২০১২ সালের ২৬ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে ওপরের শর্তগুলো পূরণ করা আবশ্যকীয় করা হয়। এতে কোনো পক্ষপাতমূলক আচরণের সুযোগ নেই বলেও সভায় সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু এ সিদ্ধান্তকে না মেনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের নিয়ম অনুযায়ী গত মাসের প্রথম সপ্তাহে বাছাই কমিটির (সিএন্ডডি) মিটিংয়ে এইচএসসিতে বাধ্যতামূলক জিপিএ ৪.২৫-এর জায়গায় ৪.২০ (৪র্থ বিষয়সহ) থাকার কারণে সাবরিনা আহমেদ প্রতিভা এবং এসএসসিতে ৪.১৩ ও এইচএসসিতে ৪.০০ থাকার কারণে তাহমিনা শারমিনকে অযোগ্য হিসেবে প্রার্থিতা বাতিল করা হয়। কিন্তু সে সিদ্ধান্তটি ছিল দাপ্তরিক, যা কোনো চাকরি প্রার্থীর জানার কথা নয়। কিন্তু সাবরিনা নামের ওই আবেদনকারী বিষয়টি জানতে পেরে আবেদনপত্রটি পুনরায় বিবেচনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি (শিক্ষা) প্রফেসর ড. নাসরীন আহমেদের কাছে আবেদন করেন, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মবহির্ভূত বলে জানা যায়। সাবরিনা নামের ওই চাকরিপ্রার্থীকে অবৈধভাবে নিয়োগ চেষ্টার কারণ হিসেবে জানা যায়, সে বিভাগের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলামের অত্যন্ত স্নেহভাজন। সে কারণে তার থেকে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী থাকার পরও বিভাগের চেয়ারম্যান নিয়ম লঙ্ঘন করে ওই প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। এ ব্যাপারে বিভাগের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলামের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মবহির্ভূত কোনো কাজ করিনি। আমরা যা করেছি, বিভাগের স্বার্থেই করেছি। সিএনডি মিটিংয়ের তথ্য ফাঁসের ব্যাপারে তিনি বলেন, সিএনডি মিটিংয়ের কোনো তথ্য ফাঁস হয়নি। প্রতিভা তার নিজে থেকেই প্রোভিসির কাছে আবেদন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি (শিক্ষা) প্রফেসর ড. নাসরীন আহমেদ বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, সিএনডি মিটিংয়ে কি সিদ্ধান্ত হয়েছে সে ব্যাপারে এখনও আমি কিছুই জানি না। আমার কাছে পরবর্তীকালে এ ব্যাপারে কোনো তথ্য এলে তখন বিষয়টি আমি দেখব। তাই এখনই আমি এ ব্যাপারটি নিয়ে কোনো কথা বলতে চাই না।